দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ৬ ফাল্গুন ১৪১৬, ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০১০

চীন : অর্থনৈতিক সুপার পাওয়ার

সীমানা পেরিয়ে

ড. এম. আজিজুর রহমান

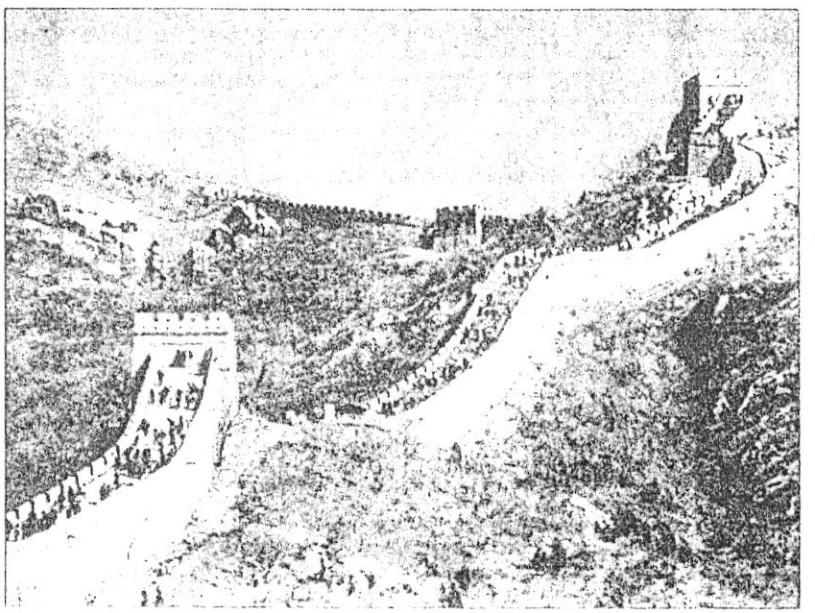

Economics, Eighteenth Edition, Samuelson & Nordhaus- উৎস মতে ঐতিহাসিকভাবে চীনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নে আজ অবধি কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতাসীন। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো দেশের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা পদ্ধতির মাধ্যমে। প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ ও ফলশ্রুতিতে দেশের আয়, উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি খুব ধীরগতিতে হয়। কমিউনিস্ট পার্টি সুনাম হারাতে শুরু করে। বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশটি অনুৎপাদনশীল সমস্যা নিয়ে অগ্রসর হতে পারে না। ধাপে ধাপে বাধাপ্রাপ্ত হয়। বাধ্য হয়ে চীনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলোকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হয়। চীনকে বাজার অর্থনীতির আশ্রয় ও প্রশ্রয় নিতে হয়। বিগত চার দশক ধরে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি, বেসরকারি খাত, বেসরকারিকরণ এবং বিদেশী বিনিয়োগ, বিনিয়োগকারী কোম্পানি এবং কর্পোরেশন ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার অনুমতি দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার মতো চীন একটা সাশ্রয়ী খরচে এসেম্বলি ফ্যাক্টরির সুবর্ণ ও সুযোগ্য স্থান বলে বিদেশীরা আবিষ্কার করে। চীনের আরও বড় একটি সুবিধা হলো কম মজুরিতে দক্ষ শ্রমিকদের যোগানদান। ১৯৯১ সালের পূর্বের রাশিয়া এবং অদ্যাবধি চীনের ভূমি ও মূলধনের বেশিরভাগই সরকারি মালিকানাধীনে বায় হয়। বিকেন্দ্রীকরণের পর অঙ্গরাজ্যসহ চীনে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার বেড়ে যায়। Purchasing Power Parity (PPP) বা জীবন মানের হিসাব মতে, চীন মধ্য আয়ের দেশ থেকে Economic Super Power-এর মর্যাদা লাভ করে। Purchasing Power Parity (PPP) ব্যবহার করে চীনের GDP এতো বেশি বেড়ে যায় যা [illegible] অতীত। বিশ্বের তৃতীয় [illegible] অর্থনৈতিক সুপার পাওয়ার হিসেবে চীন আত্মপ্রকাশ করে। জাপান, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, হংকং ইত্যাদি দেশগুলোর মতো নিজস্ব দক্ষ মানবসম্পদ ব্যবহার করে পশ্চিমা দেশ থেকে আমদানিকৃত ইমিটেটেড টেকনোলজি ব্যবহার করে চীন অর্থনৈতিক সফলতা অর্জন করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি আমেরিকান সিনেমার ডিভিডি আমেরিকার বাজারে বিক্রি হয় ২৫ ডলারে। একই ডিভিডি কপি করে ইমিটেটেড ফর্মে চীনে বিক্রি হয় মাত্র ২৫ সেন্টে। অতি সম্প্রতি অর্থনৈতিকভাবে চীনের আয়, উন্নতি ও প্রবৃদ্ধির দ্রুতগতি বিশ্ববাসীকে অবাক করেছে। ১৯৪৯ সালে Chinese Revulation এর পরপর Chinese প্রজাতন্ত্র, Soviet Style Central Planning System প্রয়োগ করে। Soviet Style অর্থনীতির প্রয়োগ ও ফলাফল China তে খুব সুখকর ছিল না। ১৯৬৬-১৯৬৯ পর্যন্ত প্রায় অর্ধযুগকাল China-র Economic Growth ছিল খুবই ধীরগতি। Chinese Communist Party (CP) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ধীরগতির কারণে জনগণের সমালোচনা ও গীবত কুড়াতে থাকে। মাও সেতুং (Mao-Tse-Tung) এর মৃত্যুর পর Communist Party-র সুনাম ধরে রাখার স্বার্থে চীনকে অর্থনৈতিকভাবে পুনর্গঠন করা হয়। Deng Xiaoping (1977-97)-এর শাসন আমলের দুই দশকে অর্থনৈতিক শক্তি, ক্ষমতা ও প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করে প্রতিযোগিতামূলক বাজার অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়। এটা ছিল অর্থনৈতিক পুনর্গঠন। রাজনৈতিক পুনর্গঠন নয়। চীনের Communist Party রাজনৈতিক পদ্ধতিতে একচেটিয়া ক্ষমতা ধরে রাখে। অর্থনৈতিক ধীর প্রবৃদ্ধিকে দ্রুত প্রবৃদ্ধিতে নেয়ার স্বার্থেই বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক অবকাঠামোগত পুনর্গঠন করে। বিকল্প হিসেবে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীনের স্থলে বেসরকারি মালিকানাধীনের প্রবর্তন করা হয়। হংকং পার্শ্ববর্তী সমুদ্র-তীরবর্তী এলাকায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বহির্মুখী এবং উন্নয়ন সাপেক্ষে বিদেশী বিনিয়োগের স্বার্থে বিদেশীদের ব্যাপকভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করে। এভাবে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। দেশে অবস্থিত বিভিন্ন Collective farm (সমবায় খামার), বেসরকারি খাত ও সংস্থা, চীনে অবস্থিত বিদেশী Company ইত্যাদি সংস্থাগুলোকে দ্রুত উন্নতির স্বার্থে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বা সমান্তরালভাবে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পরিচালনার স্বার্থে Central Planning পদ্ধতি থেকে মুক্ত করা হয়। Innovative মালিকানা, উৎপাদনের উপকরণ, শ্রম, শ্রমিক, শ্রমের দক্ষতা, মূলধন, প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা, উৎপাদনমুখী পরিবেশ সবকিছু মিলেই ত্বরিত গতিতে জাতীয়ভাবে চীনের অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। বড় আশ্চর্য ও সুখকর বিষয় বিশ্বের বৃহত্তম এই জনবহুল দেশে বিকেন্দ্রীকরণের পর মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি বৃদ্ধি পায়। একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে ঐতিহাসিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন (U.S.S.R) ভেঙে ১৫টি স্বাধীন রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়। বিশ্ব ব্যাংকের এক বিশ্বস্ত সূত্রমতে, ১৯৭৭ থেকে ২০০১ সাল বা প্রায় দুই যুগ ধরে Chinese অর্থনীতির আয়, উন্নতি, প্রবৃদ্ধি বিশেষ করে GDP একটানা গড়পড়তা প্রায় ৯% হারে বৃদ্ধি পায়, যা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। চীন অলৌকিকভাবে উন্নয়ন প্রেক্ষিতে যা অর্জন করেছে তা সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্পন্ন রফতানি খাত, রফতানিযোগ্য দ্রব্যসামগ্রী, রফতানিযোগ্য সেবা সংশ্লিষ্ট দ্রব্যসামগ্রী এবং সামগ্রিকভাবে রফতানি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন। আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে বর্তমানে চীনের সাথে প্রতিযোগিতায় কেউ টিকে উঠতে পারছে না। পোশাক রফতানি খাতে চীন বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করে আছে। অন্যান্য বাণিজ্য খাতেও বিশ্ববাজার দখলে চীন নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ওপরে উল্লেখিত, দুই যুগ ধরে চীনের প্রবৃদ্ধি ছিল ৯% (GDP)। রফতানি বেড়েছে শতকরা ১৬ ভাগ। একই সময়কালীন চীনের শিল্পখাত বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষিখাতে গুরুত্ব হ্রাস পেয়ে ১৯৭৭ সালে GDP-তে কৃষির অবদান শতকরা ৩০ ভাগে নেমে এসেছে। ২০০৩ সালে চীনের রফতানি আয় ছিল ৫৫০ বিলিয়ন ডলার এবং Foreing Exchange Reserve ছিল ৩০০ বিলিয়ন ডলার। এসব অর্থনৈতিক উন্নতির আশ্চর্যজনক কারণগুলো ছিল অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক স্বাধীনতা এবং স্বাধীনভাবে উৎপাদনের উপকরণ, দক্ষতা, ব্যবস্থাপনা ও মূলধনের বিকেন্দ্রীকরণ এবং বেসরকারিভাবে উৎপাদন কার্যক্রমের স্বাধীনতা, সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক পুনর্গঠন, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য খুবই সহায়ক। জনসংখ্যায় বৃহত্তম দেশ চীন। চীন তথা বিশ্বমানব সন্তানের বৃহত্তর স্বার্থে এবং জীবন, মান ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার স্বার্থে চীনের এ ধরনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বড়ই কাম্য, গ্রহণযোগ্য ও প্রশংসিত। সর্বশেষে আরো বিস্ময়করভাবে উল্লেখ্য, তৎকালীন সময় থেকে আজ অবধি চীন আয়, উন্নতি ও দ্রুত প্রবৃদ্ধির হার সম্মানজনকভাবে বৃদ্ধি ও রক্ষা করে চলছে। বিশ্ববাসী অতি যত্নের সাথে চীনের এ ধরনের দ্রুত উন্নতি লক্ষ্য করছে এবং চেষ্টা করছে অনুসরণ করতে। যেমন- চীনের বেসরকারি খাত, ব্যক্তি ও ব্যক্তিবর্গের মালিকানা, সমাজ ও জনজীবনের স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা, উৎপাদন পদ্ধতি, যত্নসহকারে কার্যাদি সম্পন্ন, সুষ্ঠু পরিবেশ ইত্যাদিসহ কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজের সন্তানটির মতো ব্যবসা-বাণিজ্য, খামার, কোম্পানি, কর্পোরেশনসহ বিভিন্ন উৎপাদন খাতের উন্নয়ন করা।

চীনের ভোক্তা, উৎপাদনকারী, বাজার, বাজার ব্যবস্থা, সরকার ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রশাসন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিটি গোত্র ভাল করেই জানে মূলধন বৃদ্ধি করতে বর্তমান ভোগবিলাস হ্রাস করতে হয়। তারা নতুন নতুন ফ্যাক্টরি, রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, শিক্ষার হার ও মান উন্নয়ন করছে। প্রযুক্তিবিদ্যা অর্জন ও প্রদান এবং অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণসহ বিভিন্নভাবে চীন তাদের অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা বাড়ায়। চীন সমাজে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী খুব ভাল করেই অবহিত আছে যে, সুখ-ভোগ ও আরাম-আয়েশসহ জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে হলে সঞ্চয়, বিনিয়োগ, বিদেশী বিনিয়োগ, প্রযুক্তিবিদ্যা অর্জন ও উন্নয়ন, নতুন উৎপাদন ও উৎপাদন পদ্ধতি, উন্নতমানের ব্যবস্থাপনা, উদ্যোগ ও উদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদান এবং সর্বসাকুল্যে কঠোর পরিশ্রমী হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিকভাবে চীন Economic Super Power-এর আসন অর্জন করে।

❑ লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি